UNDEF
The United Nations Democracy Fund
FNUD
Fonds des Nations Unies pour la démocratie
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
Centre for Policy Dialogue (CPD)
নীতি সংক্ষেপ

জাতীয় উন্নয়নে অঙ্গীকার

মানসম্মত কর্মসংস্থান

১. ভূমিকা

রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল, যার ভিত্তিতে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সেই দলের জবাবদিহি মূল্যায়ন করা যেতে পারে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণে নির্বাচনী ইশতেহারে বেশকিছু প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কিছু নির্দিষ্ট ও লক্ষ্যভিত্তিক দিক থাকলেও তার বড় একটি অংশ বাস্তবতার নিরিখে করা হয় না বরং তা কেবল নির্বাচনী প্রচার প্রচারণার জন্য তৈরি করা হয়। আবার সেই প্রতিশ্রুতি কতটা বাস্তবায়িত হলো, তার কোনো মূল্যায়ন সাধারণত করা হয় না। এসব কারণে নাগরিকদের কাছে ইশতেহার গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কম। ফলস্বরূপ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যে প্রতিশ্রুতি দেন তা বাস্তবায়নের দায় বোধ করেন না, যদিও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের সঙ্গে শক্তিশালী গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র আছে।

নির্বাচিত সরকার জনগণের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে, এটাই কাম্য। বিশেষত উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে তা খুবই জরুরি। সুতরাং কর্মসংস্থান নিয়ে অঙ্গীকার করা সামগ্রিক নির্বাচনী ইশতেহারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়। রাজনৈতিক দলগুলো কর্মসংস্থান বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু সেখানে বেশিরভাগ সময় সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব দেখা যায়। সেজন্য জনগণের সার্বিক কল্যাণের কথা বিবেচনা করে রাজনৈতিক দলগুলো কর্মসংস্থান সম্পর্কিত যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা বিশ্লেষণ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করা যায়।

কর্মসংস্থান সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি বিশ্লেষণ করার সময় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করা উচিত। সেটা হলো, সরকারের জনসম্পৃক্ততার স্তর পর্যবেক্ষণ করা। সক্রিয় জনসম্পৃক্ততা থাকলে সরকার গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো সহজে পেতে পারে। তখন সাংসদদের পক্ষে জনগণের প্রকৃত সমস্যাগুলো আমলে নেয়া সুবিধা হয়। তখন তারা সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে পারে। তাতে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী সুবিধা লাভ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কর্মসংস্থান নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণের আগে যে কোনো অঞ্চলের জনসংখ্যার হিসাব করতে হয় এবং কোন বয়সের ও শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ সেখানে বসবাস করে– সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়। কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা স্থানভেদে পরিবর্তিত হতে পারে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের নাগরিকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও কার্যকরী যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে চাহিদা চিহ্নিত করে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এরপর দলের নীতি নির্ধারণী মহলে ক্ষুদ্র ও কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে সামগ্রিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বিষয়টি নিশ্চিত করা যেতে পারে।

২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে প্রধান রাজনৈতিক দল ও জোট বেশ কয়েকটি ইস্যুতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ : নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শীর্ষক একটি বিস্তারিত নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। এই ইশতেহারের কিছু প্রতিশ্রুতি নাগরিকদের কয়েকটি মূল দাবির প্রতিফলন ঘটিয়েছে, তবে এ প্রতিশ্রুতি যে বাস্তবায়িত হবে, তার নিশ্চয়তা নেই। এই পটভূমিতে নাগরিকদের অংশগ্রহণের সাথে সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতিগুলোর বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা জরুরি, যার জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়। বিষয়টি হচ্ছে, নির্বাচন পরবর্তী এই সময়ের মধ্যে সরকার যেসব নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে নির্বাচনী ইশতেহারের কতটা প্রতিফলন ঘটেছে, তা নিরূপণের মাধ্যমে গত নির্বাচনের ইশতেহার বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

মানসম্মত কর্মসংস্থান সম্পর্কিত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করতে এই গবেষণাটি করা হয়েছে। এই গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য তিনটি: ক) নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রদানের বিষয়ে নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞান ও অভিব্যক্তি, খ) জাতীয় নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের বিষয়ে নীতিনির্ধারণী আলোচনায় আঞ্চলিক পর্যায়ের নাগরিকের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও গ) নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ক্ষেত্রে নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে সরকার কর্তৃক গৃহীত/বাস্তবায়িত নীতিমূলক পদক্ষেপ।

নির্বাচনের আগে ও পরের সময়ে জনসম্পৃক্ততার সুযোগ কতটা, তা মূল্যায়ন করে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং কার্যকরণের ব্যবধান নির্ধারণ করা এই গবেষণার একটি উদ্দেশ্য। এছাড়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির যথাযথ বাস্তবায়নে সহায়তা করা এবং সব স্তরের নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আরও বেশি জবাবদিহির আওতায় আনাও এই গবেষণার আরেকটি উদ্দেশ্য।

২. ২০০৮ ও ২০১৪ সালের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির পর্যালোচনা

২০১৮ পূর্ববর্তী নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি: জন-সম্পৃক্ততার সুযোগ

বিভিন্ন দিক বিবেচনায় নির্বাচনী ইশতেহার রাজনৈতিক দলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিজয় সুনিশ্চিত করতে বা নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলনে সুনির্দিষ্ট ও বাস্তববাদী

নির্বাচনী ইশতেহার বড় পরিসরে ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভিশন ২০২১ এই জনপ্রিয় স্লোগান দিয়ে দূরদর্শী নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। আর তাতে বেশিরভাগ নির্বাচনী আসনে জয়লাভ করে তারা (আবেদিন, ২০১০)। বাস্তববাদী ও লক্ষ্যভিত্তিক ইশতেহার কার্যকর করা সহজ, কেননা এর মাধ্যমে নির্বাচনী দল কী অর্জন করতে চায়, সে বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এছাড়াও তাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতির ভিত্তিতে জবাবদিহির পরিবেশ তৈরি হয়।

২০১৮ পূর্ববর্তী নির্বাচনী ইশতেহারে অন্যান্য কয়েকটি খাতের পাশাপাশি মানসম্মত কর্মসংস্থানেও উল্লেখযোগ্য অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছিল। ২০০৮ ও ২০১৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মানসম্মত কর্মসংস্থান বিষয়ক মোট ৬০টি প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। এ অঙ্গীকারসমূহের বিভিন্ন দিকে তিন ভাগে মূল্যায়ন করা যেতে পারে : ক) নির্বাচনী অঙ্গীকারের পার্থক্য (প্লেজ ডিফারেন্সিয়েশন), খ) দলের অগ্রাধিকার (পার্টি প্রায়োরিটি), গ) উপ-পরিষেবামূলক প্রতিশ্রুতি (সাব-সার্ভিস প্লেজেস) (অ্যাশওয়ার্থ, ২০০৮)।

নির্বাচনী ইশতেহারে অঙ্গীকারের অস্পষ্টতা থাকলে বাস্তবায়নের অগ্রগতি বা স্থিতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তা বড় একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। ২০০৮ ও ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে সুনির্দিষ্ট ও লক্ষ্যভিত্তিক ২৪টি মানসম্মত কর্মসংস্থান বিষয়ক অঙ্গীকার চিহ্নিত করা হয়েছিল অর্থাৎ মানসম্মত কর্মসংস্থান সম্পর্কিত অঙ্গীকারের ৪০ শতাংশই লক্ষ্যভিত্তিক। তবে ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৪ সালের ইশতেহারে সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকারের সংখ্যা কম ছিল (২০০৮ সালে ৫৪ শতাংশ ও ২০১৪ সালে ২৮ শতাংশ)। অর্থনৈতিকভাবে মানসম্মত কর্মসংস্থানের গুরুত্ব বিবেচনায় সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার সম্বলিত ইশতেহার প্রশংসনীয়, কেননা এর মাধ্যমে বিজয়ী দলের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কার্যকর জবাবদিহি প্রক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

২০০৮ ও ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র-মাঝারি ব্যবসায়ী ও প্রতিভাবান উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা, ঋণ প্রদান ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনসহ বিভিন্ন অঙ্গীকার করা হয়েছিল। এছাড়া মানসম্মত কর্মসংস্থানের সুযোগ ও

সারণী ১: ২০১৮ সালের পূর্ববর্তী নির্বাচনী ইশতেহারে মানসম্মত কর্মসংস্থান সম্পর্কিত প্রধান প্রতিশ্রুতি ও অবস্থান		
প্রতিশ্রুতি	**নীতিতে প্রতিফলন**	**প্রতিশ্রুতির ধরন**
২০১৩ সালের মধ্যে বেকারত্বের সংখ্যা কমিয়ে ২.৪ মিলিয়ন করা হবে	৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	নির্দিষ্ট
কর্মসংস্থান নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হবে	প্রতিফলন নেই	নির্দিষ্ট
২০২১ সালের মধ্যে শ্রমশক্তি ২৫% এ উন্নীত হবে	৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	নির্দিষ্ট
ওয়ান-স্টপ সুবিধা কার্যকর করা হবে	৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	নির্দিষ্ট
বর্গাচাষীদের জন্য ঋণ সুবিধা দেয়া হবে	৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	নির্দিষ্ট
প্রতি পরিবারে একজন যুবককে ১০০ দিনের মধ্যে কাজ দেওয়ার লক্ষ্যে কর্মসংস্থান গ্যারান্টি স্কিম কার্যকর করা হবে	প্রতিফলন নেই	নির্দিষ্ট
গ্রামীণ রেশন ব্যবস্থা চালু করা হবে	প্রতিফলন নেই	নির্দিষ্ট
২০২১ সালের মধ্যে সকল শ্রমজীবী মানুষের কর্মসংস্থান হবে	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (আংশিক)	নির্দিষ্ট
জাতীয় সেবা পর্যায়ক্রমে সব জেলায় প্রসারিত হবে	৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী	নির্দিষ্ট
তাঁত শিল্পে সুরক্ষা দেওয়া হবে এবং রেশম, বেনারস ও জামদানি গ্রাম স্থাপন করা হবে	প্রতিফলন নেই	অনির্দিষ্ট
তাঁতি, কামার ও কুমারদের বিশেষ প্রণোদনা দেয়া হবে	প্রতিফলন নেই	অনির্দিষ্ট
এসএমই খাতে প্রণোদনা দেয়া হবে	৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	অনির্দিষ্ট
প্রশিক্ষিত যুব ও মহিলাদের স্ব-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ দেয়া হবে	৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	অনির্দিষ্ট
সম্ভাব্য শিল্প ও দক্ষ শিল্প উদ্যোক্তাদের শুল্ক, কর ছাড় ও আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে	৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	অনির্দিষ্ট
বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও শিল্পাঞ্চল প্রকল্পগুলোর তাৎক্ষণিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত হবে	৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	অনির্দিষ্ট
বৃত্তিমূলক ও মানবসম্পদ উন্নয়ন, কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা জোরদার করা হবে	৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	অনির্দিষ্ট
মহিলাদের কর্মের স্বাধীনতা, কর্মক্ষেত্রে ও চলাচলে সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে	৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	অনির্দিষ্ট
এসএমইদের জন্য সহায়তা দেয়া হবে	৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	অনির্দিষ্ট
নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ ঋণের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সহায়তার ধারাবাহিকতা ও প্রসার করা হবে	৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	অনির্দিষ্ট

সূত্র: নিজস্ব সংকলন।

বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্পর্কিত সমস্যা অপেক্ষাকৃত কম প্রাধান্য পেয়েছিল।

২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ইশতেহার প্রণয়নের পুরো কার্যপ্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ বা জনসম্পৃক্ততার সুযোগ একেবারে ছিল না বললেই চলে। বাংলাদেশের নির্বাচনী ইশতেহার মূলত দলীয় ইশতেহার অনুসরণ করে প্রস্তুত করা হয় (টিআইবি, ২০১৮)। বাংলাদেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), এরা উভয়ই ইশতেহার তৈরির সময় জনগণকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করে না (টিআইবি, ২০১৮)। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য (টিআইবি, ২০১৮)। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলো নাগরিকদের প্রতিনিধি হিসাবে স্থানীয় পর্যায়ের কর্মীদের মতামত নেয়া হয়েছে, এমন নজিরও দেখা যায়। ২০০৮ সালের

নির্বাচনপূর্ব সময়ে তৃণমূলের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাগে স্থানীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে ৩৬টি কর্মশালা আয়োজন করা হয় (সিডা, ২০১৩)। বিষয়টি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। অন্যদিকে বেশিরভাগ সময় দলীয় নেতাকর্মীরা নীতিগত ইস্যুতে আলোচনা আয়োজনের পরিবর্তে বিশেষ বিশেষ দিবস উদ্‌যাপনের পরিকল্পনা ও সমাবেশ আয়োজনে ব্যস্ত থাকে (জাহান, ২০১৮) ।

৩. নীতিপত্রে প্রতিফলন

সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও নীতিপত্র পর্যালোচনা করে এই ধারণা পাওয়া যায় যে, নির্বাচিত সরকার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কতটা এগোলো। ২০০৮ সালের নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সরকার ২০১১–২০১৫ অর্থবছরের জন্য ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ঘোষণা করে। এ পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য ছিল, 'উন্নয়নের অগ্রগতি ও দারিদ্র্য বিমোচন'। অন্যদিকে একই সরকার ২০১৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পর ২০১৬–২০২০ অর্থবছরের জন্য ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ঘোষণা করে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তুলনামূলকভাবে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক এর তুলনায় অধিকতর বহুমুখী। এতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নীতি ও কৌশল এমনভাবে প্রণীত হয়েছে, যাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি আরও ত্বরান্বিত হয়ে দারিদ্রতা হ্রাস পায়। এছাড়া ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজি'র অভীষ্ট পূরণের প্রেক্ষিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০০৮ ও ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের মানসম্মত কর্মসংস্থান সম্পর্কিত বেশকিছু প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটেনি।

আমাদের পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ২০০৮ ও ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে যেসব অঙ্গীকার করা হয়েছিল, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তার ১১টি এবং ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তার ৮টি প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটেছে। ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন লক্ষণীয়। সারণী-১ এ উল্লিখিত প্রধান ১৮টি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মধ্যে উভয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১০টি প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটলেও পাঁচটি প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটেনি।

৪. নির্বাচনী অঙ্গীকার পর্যালোচনা: নির্বাচন ২০১৮

২০১৮ পূর্ববর্তী নির্বাচনী অঙ্গীকার: জন-সম্পৃক্ততার সুযোগ

২০০৮ ও ২০১৪ সালের নির্বাচনের মতো ২০১৮ সালের নির্বাচনেও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৯৫ শতাংশেরও বেশি আসনে জয়লাভ করে। এ নিয়ে পর পর তিন নির্বাচনে ভূমিধস বিজয় লাভ করে তারা। এ নির্বাচনের আগে তারা যে ইশতেহার প্রকাশ করে, তাতে আগের যে কোনো বছরের তুলনায় অনেক বেশি অঙ্গীকার ছিল। এসডিজি ও ডেল্টা প্ল্যান ২১০০– এই দুটি কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' শীর্ষক এই ইশতেহারে ৩৩টি খাতে জোর দেওয়া হয়।

মানসম্মত কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এই ইশতেহারে মোট ৪৬টি অঙ্গীকার করা হয়েছে– আগের নির্বাচনী ইশতেহারের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই ইশতেহার এমন একটি সময়ে গৃহীত হয়, যখন প্রবৃদ্ধির হারের দিক থেকে বাংলাদেশ অনেকের চেয়ে এগিয়ে। কিন্তু কোভিড-১৯ এর কালোছায়ায় বাংলাদেশের স্বপ্ন ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের রূপ নিয়েছে। প্রাক-কোভিড সময়ের মানসম্মত কর্মসংস্থান বিষয়ক এসব অঙ্গীকার বাস্তবতা বর্জিত মনে হতে পারে।

২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে মানসম্মত কর্মসংস্থান বিষয়ক অঙ্গীকার নাটকীয়ভাবে বেড়েছে। তবে লক্ষ্যভিত্তিক নির্দিষ্ট অঙ্গীকারের অনুপস্থিতি চ্যালেঞ্জ হিসেবে থেকে যাবে। সিপিডি ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে মানসম্মত কর্মসংস্থান বিষয়ক ৪৬টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে ২৪টি প্রতিশ্রুতি (৫২ শতাংশ) সুনির্দিষ্ট ও লক্ষ্যভিত্তিক হিসেবে সনাক্ত করেছে। তবে এটি আগের নির্বাচনী (২০১৪) ইশতেহারের (২৮ শতাংশ) তুলনায় পরিবর্ধিত পদক্ষেপ।

২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে বর্ণিত মানসম্মত কর্মসংস্থান বিষয়ক অঙ্গীকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান সৃষ্টি। তবে ২০০৮ ও ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের তুলনায় ২০১৮ সালের ইশতেহারে শ্রম অধিকার ও নারী-পুরুষ সমতায় যথেষ্ট জোর দেয়া হয়েছে। এবারের নির্বাচনী ইশতেহারে মানসম্মত কর্মসংস্থান বিষয়ক অঙ্গীকারের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এর একটি বড় অংশ ইতোমধ্যে গৃহীত নীতি– যেমন আর্থিক সহায়তা, ঋণ, কর অবকাশ অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক।

তবে একটি ব্যাপারে এই নির্বাচন আগের নির্বাচনগুলোর মতোই। সেটা হলো, ইশতেহার প্রণয়নে রাজনৈতিক দলগুলো জন সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার তেমন চেষ্টা করেনি। কিছু এনজিও নির্বাচনী ইশতেহারের প্রেক্ষিতে নাগরিকদের চাহিদা নিরূপণে কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন করে, কিন্তু ইশতেহার প্রণয়নে নাগরিকদের প্রত্যাশা আমলে নেওয়ার পদ্ধতি রাজনৈতিক দলগুলোর নেই। নির্বাচনের পূর্বে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার সহিংসতার কারণে জন সম্পৃক্ততার পরিসর আরও সংকুচিত হয়।

সারণি ২: ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে মানসম্মত কর্মসংস্থান সম্পর্কিত প্রধান প্রতিশ্রুতি এবং সর্বশেষ অবস্থা

প্রতিশ্রুতি	এসডিজিতে প্রতিফলন	প্রতিশ্রুতির প্রকৃতি	সর্বশেষ অবস্থা (জুন ২০২২)
২০২৩ সালের মধ্যে বেকারত্বের হার ১.২ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে। কৃষি, শিল্প ও সেবা কর্মসংস্থানে চাকরির হার যথাক্রমে ৩০, ২৫, ও ৪৫ শতাংশ হবে। এ সময়ের মধ্যে, ১ কোটি ১০ লক্ষ ৯০,০০০ হাজার নতুন মানুষকে কর্মশক্তিতে যুক্ত করা হবে	৮.৪	নির্দিষ্ট	২০২১ সালে বাংলাদেশের বেকারত্বের হার ছিল ৫.২ (আইএলও)
প্রতিটি উপজেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করা হবে	৮.৬	নির্দিষ্ট	সারাদেশে ১১১টি আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও উপজেলা পর্যায়ে ৪৯৮টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে যুবকদের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বিকাশে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। তাছড়া দেশের প্রতিটি উপজেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য একটি প্রকল্প নিয়েছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। 'শেখ জামাল উপজেলা যুব প্রশিক্ষণ ও বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প' শীর্ষক এই প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৬ হাজার ৭৩৩ কোটি টাকা। এই কেন্দ্রগুলোকে 'তরুণ কর্মসংস্থান কেন্দ্র' হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ৩০০টি জায়গা নির্ধারণ করা আছে।
প্রতিটি উপজেলা থেকে এক হাজার যুবক বিদেশে পাঠানো হবে		নির্দিষ্ট	সর্বশেষ পাওয়া ২০২২ সালের এপ্রিলের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের ৬৪ জেলা পর্যায় থেকে ৪ লক্ষ ১৯ হাজার ৩৮৪ জন শ্রমিক বিদেশে কর্মরত আছে।
দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য দুটি নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে; ১. 'কর্মঠ প্রকল্প' (পরিশ্রমী প্রকল্প) ২. 'সুদক্ষপ্রকল্প' (দক্ষ প্রকল্প)	৮.৬	নির্দিষ্ট	আইএমইডির সর্ব সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী এ প্রকল্পের জন্য কোনো অর্থ বরাদ্দের তথ্য পাওয়া যায়নি।
ভবিষ্যতে দুই লাখ টাকা পর্যন্ত জামানতমুক্ত ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে	৮.৩	নির্দিষ্ট	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিজস্ব তহবিল থেকে প্রতিবছর প্রায় ৪০ হাজার যুবকে ১৪৬ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা দেয়।
তরুণ উদ্যোক্তা তৈরিতে 'যুব উদ্যোক্তা নীতি' প্রণয়ন করা হবে	৮.৬	নির্দিষ্ট	এ ধরনের কোনো প্রকল্পের উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

(চলমান সারণি ২)

(চলমান সারণি ২)

প্রতিশ্রুতি	এসডিজিতে প্রতিফলন	প্রতিশ্রুতির প্রকৃতি	সর্বশেষ অবস্থা (জুন ২০২২)
প্রতিটি জেলায় একটি করে 'যুব স্পোর্টস কমপ্লেক্স' প্রতিষ্ঠিত হবে	৮.৬	নির্দিষ্ট	বাস্তবায়ন হতে বাকি
জাতীয় সেবা কর্মসূচি প্রতিটি উপজেলায় সম্প্রসারিত হবে	৮.৬	নির্দিষ্ট	বাস্তবায়ন হতে বাকি
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় পৃথক যুব বিভাগ গঠন করা হবে	৮.৬	নির্দিষ্ট	বাস্তবায়ন হতে বাকি
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের জন্য তহবিল বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে	৮.৬	নির্দিষ্ট	২০১৯-এর বরাদ্দের তুলনায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের জন্য ২০২২–২৩ অর্থবছরের বরাদ্দ প্রায় ১৪% হ্রাস পেয়েছে।
পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে আর্থিক উদ্যোগ নেওয়া হবে। বৈচিত্র্য অব্যাহত থাকবে	৮.২	অনির্দিষ্ট	পাটের বিবিধ ব্যবহার নিশ্চিত করতে দেশীয় বাজারে খাদ্যশস্যসহ ১৯টি পণ্যের প্যাকিংয়ে পাটের ব্যাগ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
পর্যটন খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা হবে	৮.৪	অনির্দিষ্ট	পর্যটন সম্ভাবনা আছে এমন জায়গায় বিদেশি পর্যটকদের জন্য একচেটিয়া পর্যটন অঞ্চল স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।
শিল্পায়নের অগ্রগতি ও উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি উদ্ভাবনে দেশীয় গবেষণা উৎসাহিত করতে গবেষণা ব্যয় বৃদ্ধি করা হবে	৮.২	অনির্দিষ্ট	দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ।
যথাযথ ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের দক্ষতা বাড়ানো হবে	৮.৫	অনির্দিষ্ট	নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সরকার কর্তৃক মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন– গ্রামীণ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (WTC) একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। ৬৪ জেলায় ১৩৬টি উপজেলায় এ প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে।
তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য তহবিল, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনসহ সরকারি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে	৮.৩	অনির্দিষ্ট	বাস্তবায়ন হতে বাকি
'জয়িতা ফাউন্ডেশন' সম্প্রসারণের মাধ্যমে মহিলাদের সফল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে	৮.৫	অনির্দিষ্ট	মহিলা উদ্যোক্তাদের সুবিধার্থে ১২ তলা জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ করা হচ্ছে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে যেখানে ২৮,০০০ মহিলা উদ্যোক্তাকে একত্রিত করা হবে এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

সূত্র: নিজস্ব সংকলন।

৫. এসডিজির প্রতিফলন

অঙ্গীকার অনুযায়ী, বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে। সেজন্য ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রায় সব অঙ্গীকার এসডিজির লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে মিল রেখে প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়েছে। মানসম্মত কর্মসংস্থান সম্পর্কিত ৪৬টি অঙ্গীকারের মধ্যে ৩৩টি এসডিজির ৮ম অভীষ্টের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে করা হয়েছে। এসডিজির ৮ম অভীষ্টে স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক বিকাশের কথা বলা হয়েছে। সবার জন্য মানসম্মত কাজের কথা বলা হয়েছে এতে। এর মধ্যে মানসম্মত কর্মসংস্থান সম্পর্কিত ১০টি লক্ষ্য আছে সেখানে। প্রধান নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলো এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা ৮.৬ (২০২০ সালের মধ্যে কর্মসংস্থান, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণে না থাকা যুবকদের অনুপাত যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করা) এর সঙ্গে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ (সারণী ৩), যেমন– ৮.২ (বৈচিত্র্য, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে উচ্চমূল্য সংযোজন ও শ্রমনিবিড় খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি), ৮.৩ (উৎপাদনমুখী কর্মক্রম, মানসম্মত কর্মসংস্থান, উদ্যোগ, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনমুখী উন্নয়নভিত্তিক নীতির প্রচারণা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের আনুষ্ঠানিকীকরণ ও প্রবৃদ্ধিতে উৎসাহ দেওয়া), ৮.৪ (সবার জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং মানসম্মত কাজের সুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন) ও ৮.৫ (২০৩০ সালের মধ্যে যুবক ও প্রতিবন্ধী এবং মহিলা ও পুরুষের জন্য পূর্ণ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও মানসম্মত কর্মক্ষেত্র অর্জন করা)।

৬. সাধারণ ও নির্ধারিত বৈশিষ্ট্যসমূহ

কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে বেশকিছু প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। বিগত দুটি নির্বাচনী ইশতেহারের তুলনায় ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রম অধিকার, নারী-পুরুষ সমতা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বিকাশের বিষয়ে অধিক প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। ২০০৮ সালের নির্বাচনে মানসম্মত কর্মসংস্থান সম্পর্কিত মোট ২৮টি প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। ২০১৪ সালে দেয়া হয় ৩৩টি। তবে ২০১৮ সালে তার চেয়েও বেশি প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়– মোট ৪৬টি (সারণী ৪), যদিও লক্ষ্য সব সময় এক ছিল না। আরও ক্ষুদ্র পরিসরে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যুব কর্মসংস্থান, স্ব-কর্মসংস্থান ও এসএমই, এই তিনটি সাধারণ খাতে প্রতি ইশতেহারেই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

সারণী ৩: বিভিন্ন খাতে প্রতিশ্রুতি সংখ্যা

পরিসর	নির্বাচন ২০০৮	নির্বাচন ২০১৪	নির্বাচন ২০১৮
কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১৭	২২	২৩
প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার বিকাশ	০২	০২	১১
বিদেশি কর্মসংস্থান	০২	০২	০২
শ্রম অধিকার ও লিঙ্গ সমতা	০৭	০৬	১০

উৎস: নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮, ২০১৪, ২০১৮

৭. মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা

রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচন পূর্ব ও পরবর্তী ইশতেহার প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনসম্পৃক্ততা গুরুত্বপূর্ণ নিরামক। যদিও বিভিন্ন মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত (ওপরে আলোচিত) থেকে বোঝা যায়, ইশতেহার প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনসম্পৃক্ততার পরিসর সীমিত। এ অবস্থায় নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনসাধারণের মনোভাব নিরূপণে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা জরুরি। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের ১৫টি জেলায় (সংযুক্তি ১ এ উল্লিখিত) উঠান বৈঠক (ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন) আয়োজন করা হয়েছিল।

এসব বৈঠকের সময় বেশিরভাগ মানুষ উল্লেখ করেছেন, তারা নিজ চাহিদা বা দাবি সরাসরি বা লিখিত আকারে প্রার্থীদের কাছে উপস্থাপন করতে পারেননি। তাদের অত্যন্ত সীমিত আকারে এসব সমস্যা উপস্থাপন করার অনুমতি দেয়া হলেও চূড়ান্ত ইশতেহারে তা প্রতিফলিত হয়নি।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রার্থীরা গ্রামাঞ্চলে শিল্পনগরী স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের অধীনে কর্মসংস্থান প্রকল্প তৈরি, বিশেষ করে অবকাঠামোগত উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রকল্প (যেমন– রাস্তা মেরামত, খাল খনন, নতুন ভবন নির্মাণ ইত্যাদি) বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। সরকারের ৪০ দিনের বিশেষ কর্মসূচি গ্রামীণ জনগণের জন্য কাজের সুযোগ তৈরিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। বেতাগি, বারুদা, বোদা, ইন্দুরকানি, সাতক্ষীরা, মোরেলগঞ্জ ও তালা উপজেলার মানুষ এসব কর্মসূচি থেকে উপকৃত হয়। নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার ছিল তরুণ ও বেকারদের দক্ষতা বিকাশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ বিষয়ে যুব উন্নয়ন, সামাজিক সেবা, নারী ও তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ পশুপালন, হাঁসপালন, মাছ চাষ থেকে শুরু করে হস্তশিল্প, গ্রাফিক্স ডিজাইনিং, ওয়েব ডেভেলপমেন্টসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। কুষ্টিয়া ও রাঙামাটির মতো এলাকায় আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে (যেমন– গ্রাফিক্স ডিজাইনার, ভিডিও সামগ্রী নির্মাতা, ফটোগ্রাফার ইত্যাদি)। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এসব প্রশিক্ষণের পরোক্ষ প্রভাব ছিল। ফলে তরুণেরা নিজেরাই উদ্যোগ নিতে ও আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়। একই সাথে এসব প্রশিক্ষণ নারী ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। নারীদের জীবিকা উপার্জন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। বিদ্যুৎ সব সময় নির্বাচনী ইশতেহারে স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশ সরকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ নিয়ে যেতে পেরেছে, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে যার বড় প্রভাব পড়েছে। বারুদা সদর, ভোলা, দৌলতখান, গাইবান্ধা, বাগেরহাট, গোদাগারী ও নাচোলের মতো এলাকায় বিদ্যুতের সুফল অনুভূত হয়েছে। বারুদা সদর এবং ভোলার মতো এলাকায় অব্যাটারি চালিত অটোরিক্সার সংখ্যা বেড়েছে। বিদ্যুৎ আসায় অনেক তরুণ মোবাইল সার্ভিসিং-এর দোকান

খুলতে পেরেছে। শ্রম অধিকার বা নারী-পুরুষ সমতা নিশ্চিত করতে উল্লেখযোগ্য কিছু করা হয়নি ঠিক, তবে বেশিরভাগ জায়গার মজুরি বেড়েছে। কিছু জায়গা ছাড়া একই কাজের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান মজুরি নিশ্চিত হয়েছে। কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, বিআরডিবি, গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন ও অন্যান্য সরকারি ব্যাংক তরুণ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ঋণ দিচ্ছে। তরুণদের স্বনির্ভর হতে তারা যুবক ও মহিলাদের এই ঋণ নিতে উৎসাহিত করছে। এছাড়া বেশ কয়েকজন তরুণ সরকারি প্রশাসনিক বিভাগ, পুলিশ, বিজিবি, সেনাবাহিনী ও আনসারে যোগ দিয়েছেন।

নির্বাচনী ইশতেহারে মাদক, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি মুক্ত এলাকা তৈরি, বাল্যবিবাহ বন্ধ করা ও সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও নির্বাচন পরবর্তী সময়ে তার খুব বেশি প্রতিফলন দেখা যায়নি। নোয়াখালি ও তালার মতো কিছু এলাকায় ভাতা ছিল। তবে সরকার গৃহীত অন্যান্য উদ্যোগের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্যোগের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন– নোয়াখালিতে 'হিজড়া' সম্প্রদায়কে বাসস্থান ও ভাতা দেওয়া, অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

দেখা যাচ্ছে, নির্বাচিত দল নির্বাচনের পরে কিছু প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়। তাদের কিছু সীমাবদ্ধতারও মুখোমুখি হতে হয়। যেমন– সরকারি প্রকল্পের ঠিকাদারদের সঙ্গে স্থানীয় মানুষের দ্বন্দ্ব। ব্যাপারটা হলো, ঠিকাদারেরা প্রায়ই অন্য এলাকা থেকে শ্রমিক নিয়ে আসে, যে কারণে স্থানীয় লোকেরা বঞ্চিত হয়। সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন ঋণ সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে আরেকটি সীমাবদ্ধতা দেখা গেছে। অনেকে ঋণ পদ্ধতি জটিল বলে দাবি করেছেন। তাঁরা জমির কাগজপত্র, ঘুষ ও নানাবিধ কাগজপত্র প্রদর্শনের বিষয়ে অভিযোগ করেছেন, যা মানুষকে ঋণের জন্য এনজিওগুলোর কাছে যেতে বাধ্য করে, যাদের ঋণ প্রদানের শর্তাবলি তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ। এসব কারণে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়।

৮. উপসংহার

নির্বাচনী ইশতেহার যে কোনো রাজনৈতিক দলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি। গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইশতেহার প্রণয়নের সময় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা তৈরি, নারী-পুরুষের মজুরি ব্যবধান হ্রাসসহ কর্মসংস্থান সম্পর্কিত বেশকিছু অঙ্গীকার করা হয়েছিল। এই অঙ্গীকারের মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট ও তাদের বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা যায়, কিন্তু অন্যান্য অঙ্গীকার সাধারণ প্রকৃতির, যার নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। ফলে নির্বাচনী অঙ্গীকার পর্যবেক্ষণ অনিশ্চিত। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রকৃত সদিচ্ছা নিয়ে উদ্বেগ আছে। বিভিন্ন নীতিগত নথি ও নির্বাচনী ইশতেহারের সমন্বয়ের মাধ্যমে এটি পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমানে নির্বাচিত রাজনৈতিক দলের বেশকিছু অঙ্গীকার গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত নথিতে প্রতিফলিত হচ্ছে না (যেমন– ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা)। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের সম্পৃক্ততা নেই। আবার এমন কোনো নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া নেই, যার মাধ্যমে দলের সদস্যদের নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা যেতে পারে। তাই নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়নে দলগুলোকে গণতান্ত্রিক হতে হবে। উঠান বৈঠক থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতায় একই ব্যাপার দেখা যায়। যদিও উঠান বৈঠকে দেখা গেছে, জাতীয় নির্বাচনের পরে উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থান হয়েছিল,

অঙ্গীকারগুলোর প্রকৃতির কারণে তা বাস্তবায়নের প্রকৃত রূপ সনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে নির্বাচনী অঙ্গীকার প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নাগরিকের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া এখনো অনানুষ্ঠানিক। রাজনৈতিক দলের বেশিরভাগ স্থানীয় প্রতিনিধি এমন কোনো আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন না যার মাধ্যমে নাগরিক, বিশেষ করেত প্রান্তিক নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। সুষ্ঠু কর্মসংস্থান সম্পর্কিত নির্বাচনী অঙ্গীকার প্রণয়ন ও তাদের বাস্তবায়নের স্তর চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনো পিছিয়ে। এই অঙ্গীকার প্রণয়নের সময় নাগরিকদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে দেশে যথাযথ ও কার্যকর ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

UNDEF The United Nations Democracy Fund
FNUD Fonds des Nations Unies pour la démocratie

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
Centre for Policy Dialogue (CPD)

cpd.org.bd cpd.org.bd cpdbd CPDBangladesh

জুন ২০২২

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি ৪০/সি, সড়ক নং ১১ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা - ১২০৯, বাংলাদেশ। ফোন : (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৪৮১১৮০৯০
ফ্যাক্স : (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮১ ই-মেইল : info@cpd.org.bd ওয়েবসাইট : www.cpd.org.bd